(৭৮)

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ AUG 30 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

সেশনজটের কবলে চট্টগ্রাম ভার্সিটি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

রয়েছে শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষকদের কক্ষ সংকট

॥ রিয়াজ রায়হান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ॥

মারাত্মক সেশনজটের কবলে পড়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ। চার বছরের অনার্স কোর্স সাত বছরেও শেষ করতে পারেনি ছাত্র-ছাত্রীরা। মাষ্টার্সসহ পাঁচটি শিক্ষাবর্ষে বর্তমানে অধ্যয়ন করছে আটটি ব্যাচ। অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেলেও ফল প্রকাশ করা হয়নি একটি শিক্ষা বর্ষে। আরেকটি ব্যাচের অনার্স পরীক্ষা গত জুলাই মাসের প্রথম দিকে শেষ হলেও এখনও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েক বছরে সেশনজটের পরিমাণ অনেকাংশে কমে গেছে। কিন্তু এর উল্টো অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে সাংবাদিকতা বিভাগে। দিনদিনই এই বিভাগে সেশনজট বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভ ও হতাশা। কিন্তু কেউ কোন কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে না।

এই বিভাগে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি শিক্ষার্থীরা প্রায় ৬ বছর পর গত অক্টোবরে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার প্রায় ১১ মাস অতিবাহিত হলেও এখনো ফল প্রকাশ করা যায়নি। ছাত্র-ছাত্রীরা রেজাল্ট না পাওয়ার কারণে কোন চাকরির জন্য আবেদন করতে পারছে না। তাদের ফলাফল প্রকাশ না করার কারণে ৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হয়েছে ভিসির বিশেষ অনুমতি নিয়ে। উক্ত শিক্ষাবর্ষের অনার্স ফাইনাল গত ১১ জুলাই শেষ হলেও অদ্যাবধি ভাইভা অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা গত ৬ জুন ৩য় বর্ষের পরীক্ষা সম্পন্ন করলেও তাদের চতুর্থ বর্ষের ক্লাস এখনও শুরু হয়নি। বর্তমানে সাংবাদিকতা বিভাগে ৮টি ব্যাচ অধ্যয়ন করছে। যার মধ্যে মাষ্টার্সে ২টি (একটিরও অনার্স ফাইনালের রেজাল্ট প্রকাশ করা হয়নি), ৪র্থ বর্ষে ২টি, ৩য় বর্ষে ১টি, ২য় বর্ষে ২টি এবং ১ম বর্ষে ১টি ব্যাচ। সেশনজটের কারণে বিভাগটিতে স্থবিরতা বিরাজ করছে। শিক্ষকদের ভয়ে এ ব্যাপারে কোন ছাত্র-ছাত্রী কথা বলতে রাজি হয়নি। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কমিটিগুলোর চেয়ারম্যানের সাথে অন্য শিক্ষকদের সমন্বয়হীনতার কারণে কয়েকটি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা যায়নি। অপরদিকে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সাথে বিভাগের কয়েক শিক্ষকের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ও সেশনজটের আরেকটি কারণ বলে সূত্র জানায়। সেশনজটের ব্যাপারে বিভাগের কোন শিক্ষক কথা বলতে রাজি হননি।

সেশনজট ছাড়াও সমস্যা আছে সাংবাদিকতা বিভাগে। আছে শ্রেণীকক্ষ সংকট। আটটি ব্যাচের জন্য রয়েছে মাত্র ৪টি শ্রেণীকক্ষ। অপরদিকে ১৫ জন শিক্ষকের জন্য রয়েছে মাত্র ৫টি কক্ষ। শ্রেণীকক্ষ সংকটের কারণে অধিকাংশ সময়ই নির্ধারিত রুটিনে ক্লাস করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। অনেক সময়ই একটি ক্লাস করার জন্য বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের।